কিশোর সাহিত্যে সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়-এর 'কাকাবাবু এন্ড কোং'

কুনালকান্তি কুল্‌সী

ছোটবেলার স্মৃতি সারাজীবনই মানুষের কাছে স্মরণীয় হয়ে থাকে। তা সেই স্মৃতিতে সুখই থাক বা দুঃখ। শিশু থেকে কিশোর হবার কালে বিশ্বকে সম্যক উপলব্ধি করার আগ্রাসী সারল্য মিশে থাকে। ঐ সময়ের খাবার, ঐ সময়ের পোষাক, ঐ সময়ের নদীতে ঝাঁপ, অনাবিল আনন্দের বাঁক, বন্ধুর কথায় রাগ কিছুই ভোলার নয়। ঐ সময়গুলির কুসুম বুনোটের আলপনা যেন সশরীরে হাজির করার নেশা পেয়ে যায় বিশ্ববিখ্যাত সাহিত্যিকদের কলমের কালিতে। পাড়ার উচ্চিংড়ে বিচ্ছু থেকে বেপাড়ার ফকির হওয়া ভোলা বা ডাকসাইটে নিধু থেকে অনাথ সুমুও আপনমনে কখন যেন পাঠককে বহু বছরের সালতামামি এড়িয়ে পৌঁছে দেয় নিজের ফেলে আসা রাজত্বে। পাঠকেরা পড়ে, আনন্দ পায়। কখনও বা আনন্দে চোখে জলও এসে যায়। পাট শেষ করে নীরব দৃষ্টি যেন আবেশে বিহ্বল। সাংসারিক, সামাজিক নানান জটিল আবর্তে কখন যে জীবন ভেসে গেছে কেনই বা গেছে তা ভাবার আগে করজোড়ে প্রণাম করে লেখাটাকে। এখানেই পাওনার হিসেব রেখে লেখকের নামের আগে 'কালজয়ী' শব্দটার যোজনা ঘটে।

বাংলা কিশোর সাহিত্যের কালজয়ী লেখক সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়কে সহস্র প্রণাম জানিয়ে গঙ্গাজলে গঙ্গাপুজোর অবতারণা করলাম মাত্র। যে সকল পাঠকদের কৈশোরকাল কেটেছে সুনীল সাহিত্যের স্নিগ্ধ ছায়ায় তাঁরা নিশ্চয়ই মানবেন যে তাঁদের কিশোর-কালের সাহিত্যপ্রীতি অদ্ভূতভাবে জড়িয়ে আছে কতকগুলি চরিত্রের সাথে— 'কাকাবাবু', 'সন্তু' এবং 'জোজো'। রসিক পাঠকদের কাছে ঐ তিনজন শুধু তিনটি নাম নয়। মনের আঙিনায় ঝড় তুলে স্নায়ুর সন্ধিক্ষণের অ্যাড্রিনালিনের মাত্রা বাড়ানো তিন বাস্তব। ভাষার বৈচিত্র ঐ চরিত্রগুলোকে পাঠকমনে স্থান করে দেয়নি। দিয়েছে আচরণগত বৈচিত্রে, স্বাভাবিক সারল্যে, দিয়েছে পাঠকের সমসাময়িক দৃষ্টিভঙ্গীতে মিলিয়ে দেখার সাযুজ্যে।

কাকাবাবু

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় একবার তার জীবনকাহিনীতে বলেছিলেন কাকাবাবু চরিত্রটির সৃষ্টির উৎসমুখ। একবার তিনি এক খোঁড়া মানুষকে পাহাড়ে চড়তে দেখেছিলেন। আর

এও দেখেছিলেন সেই প্রতিবন্ধীর প্রতিবন্ধকতা জয়ের তৃপ্তিভরা মানসিকতাও। সে প্রসঙ্গে সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় বলেছেন— 'ঐ খোঁড়া মানুষটাকে দেখে বুঝতে পেরেছিলাম, অসাধারণ তাঁর মনের জোর, আর এরকম মনের জোর থাকলে যে কোন বাধাকেই মানুষ জয় করতে পারে।

তখন লেখক নিজেই ছিলেন কিশোর। পরবর্তীক্ষেত্রে ক্ষুরধার বুদ্ধিদীপ্ত কিশোর সন্তুর পাশে ক্রাচে ভর করা অসমসাহসী মানুষটিকে কাকাবাবু সাজিয়ে উপস্থাপনাই শুধু নয় বিভিন্ন প্রতিকূল পরিস্থিতিতে লড়াই করে ফিরে আসার অদম্য ইচ্ছেও রোপণ করে পাঠক দরবারে হাজির করেছিলেন তিনি। কাকাবাবু চরিত্রটির আসল নাম 'রাজা রায়চৌধুরী।' তিনি আর্কিওলজিক্যাল বিভাগের প্রাক্তন ডিরেক্টর। তাঁর একটি পায়ে সমস্যা আছে। তিনি শারীরিক প্রতিবন্ধী। মধ্যপ্রদেশে কোনও এক অভিযানে উঁচু জায়গা থেকে পাথরের উপর পড়ে গিয়ে তাঁর পায়ের গোঁড়ালির হাড় গুঁড়ো হয়ে যায়। ঘটনার সময়ও তিনি কামাল আতাতুর্ক নামের এক বাঙালিকে নদীগর্ভ থেকে বাঁচনোর জন্য উঁচু জায়গায় উঠেছিলেন। রহস্যগল্পের মূল চরিত্রের সঙ্গে লেখক সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় কাকাবাবু চরিত্রে প্রভেদরেখা টেনেছেন এইভাবে যে কাকাবাবু ডিটেকটিভ নন, খুন-ডাকাতির তদন্তও করেন না। কিন্তু রহস্যময় দুঃসাহসিক অভিযানেই তাঁর আগ্রহ। আর কিশোর সন্তু তাতেই মেতে ওঠে। কাকাবাবুকে নিয়ে যত উপন্যাস লেখা হয়েছে তা কিন্তু কোনও চটকদার গোয়েন্দা কাহিনী নয়। বিশ্বব্যাপী জনপ্রিয় ডিটেকটিভ নোভেলের চরিত্রকে পাশকাটিয়ে সৃষ্টি হয়েছে ক্রাচে ভর করা এক অদম্যসাহসী, তীক্ষ্ণবুদ্ধি সম্পন্ন অহিংস চরিত্রের। যিনি যেখানে অন্যায় দেখেন সেখানেই বিপদের ঝুঁকি নিয়ে সেই অন্যায়ের প্রতিকারে নেমে পড়েন। অথচ নিজের প্রাণ সংকটের কালেও শত্রুর মুখোমুখিতে শত্রুকে গুলি করেন না। শত্রুর সম্মুখে পিস্তল উঁচিয়ে ক্রাচে ভর করা এক অহিংস মানুষ দাঁড়িয়ে এ দৃশ্য যার লেখনীতে সৃষ্টি করা সম্ভব তিনি যে কালজয়ী হবেন তা আর বলার অপেক্ষা রাখে কী?

লেখকের নিজের কথায়— 'কাকাবাবু এমনই এক বড়মাপের মানুষ যে, তাঁকে ছোটো গল্পে ঠিক আটাকানো যায় না।'

সন্তু

কাকাবাবু সিরিজের কাকাবাবুর অ্যাডভেঞ্চারের সফরসঙ্গী তাঁর ভাইপো সন্তু। সন্তু ডাকনাম। ভাল নাম সুনন্দ রায়চৌধুরী। সন্তু স্কুলে পড়ছিল, এমনই রচনার বৈচিত্র যে সে বড় হয়ে সেইমাত্র কলেজে উঠেছে। সন্তু ভাল অ্যাথলিট। আবার সাঁতারটাও খুব ভাল জানে। কাকাবাবু সিরিজের বহু গল্পের এমন অনেক সংকটময় পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে যেখানে সন্তু নিজেই বিপত্তারকের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছে। বুদ্ধিমত্তার নিরিখে কাকা-ভাইপোর যুগলবন্দি কাহিনীর সম্পূরক দিকটি উন্মোচিত করে। সিরিজের

প্রতি গল্পেরই সন্তু কাকাবাবুর স্বপক্ষীয় মানসিকতার চরিত্রগুলির সঙ্গে এমনভাবে খাপ-খাইয়ে চলে যে, তার জুড়ি মেলা ভার। প্রতিক্ষেত্রেই সন্তুর পরিণত বুদ্ধির ছাপ যেমন কাকাবাবুর তীক্ষ্ণ ধীশক্তির সাথে পরম্পরা বজায় রেখে ঘটনাক্রমকে এগিয়ে নিয়ে যায় তেমনই একবারও মনে হয় না যে সন্তু ছাত্র বা কিশোরবয়সী নয়। এখানেই সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের রচনাকৌশলের স্বকীয়তা। কাকাবাবুর মতো সন্তুও কাহিনীর হ্যাপি এন্ডিং-এ ভূমিকা নেয় অহিংসভাবেই। কাহিনীর শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত গতিপথে কিশোরমনের অদম্য সাহস যোগানো, ধৈর্য্য না হারানোর যে বার্তা লেখক জুগিয়ে গেছেন কচি পাঠকদের কছে তা অবিস্মরণীয়। ক্রাচ ধরে দাঁড়ানো কাঁচাপাকা চুলের হিরোর কাছে একটা কম বয়সী ছেলে সাহসের সাথে বিপদের মোকাবিলা করছে এই উপলব্ধিটুকু কিশোরপাঠকমনে পৌঁছানোর কৃতিত্বও একমাত্র সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের।

জোজো

সুনীল গঙ্গোপাধ্যয়ের কাকাবাবু সিরিজে একটা ঝিমিয়ে পড়া অথচ সরস চরিত্র হল জোজো। জোজো সন্তুর বন্ধু, ক্লাশমেট। আপাত নিরীহ চরিত্রটি বৈচিত্র পায় তার অনর্গল মিথ্যে দিয়ে নিজেকে হিরো প্রমাণ করার জন্য। আসল হিরো কারা তা পাঠকদের বুঝতে অসুবিধা না হলেও ঘটনার প্রেক্ষিতে গুলবাজ জোজোর কীর্তিও মাঝে মাঝে কিশোরমনে সাবাসি এনে দেয়। একেবারে ম্যাড়মেড়ে গুলবাজ চরিত্রও হয়ে ওঠে অনন্য। কথাশিল্পীরা বোধ হয় এজন্যই অমরত্ব পায়। 'জোজো অদৃশ্য' গল্পে তো শুরু আর শেষের পথনির্দেশ জোজোকে দিয়েই লেখক করিয়েছেন। কাকাবাবু সিরিজে সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় কিশোর মনে অসম্ভব মনের জোর যোগানোর উপকরণ যেমন— সরবরাহ করেছেন তেমনই বিশ্বের বিভিন্ন দেশ, জাতি, বিখ্যাত ব্যক্তিত্বের কথা নিয়ে নিপূণভাবে গল্পের বুনন সমাধা করেছেন। গুল দিতে দিতেও জোজো যেভাবে বিশ্বকে হাজির করেছে কাহিনীর মধ্যে বাচালতার আঙ্গিকে তাতে লেখকের জ্ঞানের বিশ্বপরিক্রমার দিকটি কিশোরদের জ্ঞানভাণ্ডারে আলতোভাবে দোলা দেয় বই কী। জোজো মারফৎ পাঠকেরা চাঁদের-টুকরো নিয়ে নীল আর্মস্ট্রংয়ের খোঁজ পাওয়ায় যেমন হাস্যরস পায় তেমন এক আবিষ্কারের কাহিনীও সত্যাসত্য যাচাই করার পরিণত মন পাঠকদের গজিয়ে দেয় ঐ লেখা। মারাদোনাকে অটোগ্রাফ দেওয়ার মতো ধৃষ্টতা যে চরিত্রতে রোপণ করা হয়েছে তাকে পাঠকেরা যাতে সহজে তুচ্ছ না করে সেই সযত্ন প্রচেষ্টাটাও পুরো কাহিনীতে থেকে যায় সুনিপুণভাবে। পৃথিবীর আর কোন কিশোর সাহিত্যে এরকম একটা চরিত্রের উপস্থাপন ও তার সযত্ন লালন সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় ছাড়া আর কেউ করেছেন কিনা সন্দেহ হয়।

· কাকাবাবু সিরিজে কাকাবাবু এ্যান্ড কোং বিদেশেও পাড়ি দিয়েছেন। যেমন— আলমামুন নামে মিশরের ভদ্রলোকের হলুদ কাগজে লাল পেন্সিলে লেখা ছবির মানে

খুঁজতে মিশরে গেছেন। 'জঙ্গলের মধ্যে হোটেল' গল্পে কাকাবাবুরা গেছেন কেনিয়াতে। 'আরবদেশে সন্তু ও কাকাবাবু' কাহিনীতে সিরিয়ায় দেখা মেলে কাকাবাবুদের। আবার 'আগ্নেয়গিরির পেটের মধ্যে কাহিনীতে ইউরোপে গিয়েছেন কাকাবাবুর দল। ঐ সব কাহিনীর মধ্যদিয়ে ভ্রমণপিপাসু সুনীল বেড়ানোর ইচ্ছাটিকে কিশোরদের সুপ্তমনে জিয়নকাঠির মতো ছুঁইয়ে দিয়ে জাগিয়ে গেছেন অথচ গল্প বয়ে গেছে অন্যবাঁক নিয়ে অপর আঙ্গিকে।

এছাড়া 'আন্দামানের জারোয়া', 'রাজা কনিষ্কের হারানো মুণ্ড', 'বিজয়নগরের হীরে', 'কাকাবাবু ও একটি সাদা ঘোড়া', 'সবুজ দ্বীপের রাজা', 'আগুনপাখির রহস্য' এমন আশ্চর্য নানা বিষয় নিয়ে সহজ ভাষায় তাঁর সন্তু-কাকাবাবুর জমজমাট কাহিনী। প্রকৃত অর্থে বিষয়ের বৈচিত্রের জন্যই সুনীল সঙ্গোপাধ্যায়ের কোন কাহিনীর গায়েই গতানুগতিকতার স্পর্শ লেগে নেই। পৃথিবীর বিভিন্ন জায়গা সম্পর্কে গভীরজ্ঞান তাঁর লেখাতেই সমৃদ্ধ করে তুলেছে। কাকাবাবুর নানা অভিযানের কাহিনীর সঙ্গে সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের ভ্রমণ কাহিনীর আমেজও মিশিয়ে দেন। ফলে কাহিনী হয়ে ওঠে সুখপাঠ্য।

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় তাঁর মোহময় কলমে যে কিশোরসাহিত্য রচনা করেছেন তা তাঁরা অ ন্য লেখার মতোই ভাস্বর হয়ে থাকবে চিরদিন। আজ তিনি নেই, আর লেখা হবে ন সন্তু-কাকাবাবুর নতুন কাহিনী। তবু বাংলা সাহিত্যের অসংখ্য কিশোর পাঠক ষাটোর্ধ্ব, অসীম সাহসী, ন্যায়পরায়ণ, পরোপকারী, শারীরিক প্রতিবন্ধী, রিজ্ঞ মানুষ কাকাবাবু এবং তাঁর নির্ভীক ভাইপো সন্তু এবং তার বন্ধু গুলবাজ জোজোর সঙ্গে প্রতিবছর পুজোর ছুটিতে বেরিয়ে পড়বে নতুন নতুন কল্প অভিযানে।

পরিশেষে, সাহিত্যিক রতনতনু ঘাটির ভাষায় বলা যায়— অসীম মনোবল, দুর্জয় সাহস, অপরিসীম নীতিবোধ আর অন্যায়ের প্রতিরোধী অহিংস কাকাবাবু চরিত্রটি কিশোর সাহিত্যে শ্রেষ্ঠত্বের দাবি নিয়ে আজ যদি ক্রাচে ভর করে পাঠকদের সামনে দাঁড়ান তবে বাংলা কিশোর সাহিত্যের পাঠকেরা পারবে তাঁকে খালি হাতে ফিরিয়ে দিতে?